ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্ব -গুর্জর প্রতিহার-পাল-রাষ্ট্রকূট

খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে কনৌজের সিংহাসনে যশোবর্মনের উত্তরাধিকারীদের স্হলাভিষিক্ত হন আয়ুধবংশীয় নৃপতিগণ। এই বংশের বজ্রায়ুধ সম্ভবত ৭৭০ খ্রীঃ এ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৭৮৩-৮৪ খ্রীঃ- এর পূর্বেই ইন্দ্রায়ুধ তাঁর স্হলে রাজা হন। চক্রায়ুধ ছিলেন কনৌজের পরবর্তী রাজা। আয়ুধ বংশীয় এই তিন রাজার নামই পাওয়া যায় কিন্তু এঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক আজও অজানা। আয়ুধ বংশীয় শাসনে কনৌজের ইতিহাসে দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ৭৭৯-৮০ খ্রীঃ নাগাদ কাশ্মীররাজ জয়পীড় বিনয়াদিত্য কনৌজ আক্রমন করে বজ্রায়ুধ অথবা ইন্দ্রায়ুধকে পরাস্ত করেন। দ্বিতীয়ত, সমসাময়িক ভারতের তিন প্রথম সারির শক্তি, বাংলার পাল, মালব ও রাজপুতানার গুর্জর- প্রতিহার ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটের মধ্যে গাঙ্গেয় উপত্যাকার কতৃত্ব ও বিশেষ করে সমৃদ্ধ নগরী কনৌজের অধিকার নিয়ে এক ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বের ঘটনাবলী নিয়ে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত।

পূর্বভারতের পাল ও পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার, উভয় শক্তিই উত্তরভারতে বিস্তারনীতি অনুসরনের ফলে এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। পালরাজ ধর্মপাল (৭৭৫-৮১২ খ্রীঃ) খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমদিকে রাজ্যবিস্তার শুরু করেন। একই সময়ে প্রতিহাররাজ বৎসরাজ (৭৭৫-৮০০ খ্রীঃ) উত্তর ও পূর্বদিকে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় ছিলেন। গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলের কোনো এক স্হানে তাঁদের যুদ্ধ হয় ও ধর্মপাল পরাস্ত হন। ঠিক এই সময় রাষ্টকূটরাজ ধ্রুব (৭৮০-৭৯৩ খ্রীঃ) উত্তরাভিমুখী অভিযানে নির্গত হয়ে বৎসরাজকে পরাস্ত করেন।

তিনি প্রায় বিনা বাধায় উত্তরভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে নেন। পাললিপি অনুসারে ধর্মপাল জনৈক ইন্দ্ররাজকে পরাস্ত করে কনৌজ অধিকার করেন ও নিজের মনোনীত চক্রায়ুধকে সিংহাসনে স্হাপন করেন। চক্রায়ুধ ধর্মপালের

সামন্তরাজে পরিণত হন। ইন্দ্ররাজা ও ইন্দ্রায়ুধ একই ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব দাক্ষিনাত্য ফিরে যাওয়ার পূর্বে ইন্দ্রায়ুধকে তাঁর উত্তরভারতীয় রাজ্যাংশের দায়িত্ব রেখে যান। এর পর ধর্মপাল উত্তর ও মধ্য ভারতের এক বিস্তীন অঞ্চল অধিকার করেন। তবে মনে করা হয় পাঞ্জাব, পূর্ব রাজপুতানা, মালব ও বেরার পর্যন্ত ধর্মপালের কর্তৃত্ব বিস্তৃত থাকলেও এগুলি পাল সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল না। এগুলি ছিল সম্ভবত পাল প্রভাবাধীন অঞ্চল।

ধর্মপালের এই অপ্রতিহত অগ্রগতি রুদ্ধ হয় প্রতিহাররাজ বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্টের অভিযানের ফলে। রাজপুতানা থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি চক্রায়ুধ ও ধর্মপালকে পরাস্ত করেন । পূর্বে মুঙ্গের পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব'র পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের উত্তরাভিমুখী অভিযানের ফলে অপর একবার গুর্জর প্রতিহারদের সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন বিলীন হয়ে যায়। উত্তরভারতে প্রতিহার প্রভাব বৃদ্ধিতে, বিশেষ করে তাদের মালব দখলে তৃতীয় গোবিন্দ ভীত হয়েছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে সম্পূর্নভাবে পরাস্ত করে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব পর্যন্ত পৌছে যান। ধর্মপাল ও তাঁর আশ্রিত চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূটরাজের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

কিছদিনের মধ্যেই প্রতিহারশক্তির পুনরুত্থান ঘটে। দ্বিতীয় নাগভট্ট সম্ভবত ধর্মপালের মৃত্যুর পর কনৌজ অধিকার করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী রামভদ্রের শাসন ছিল দুর্বল ও সংক্ষিপ্ত। পরবর্তী পালরাজ দেবপাল রামভদ্রকে পরাস্ত করলেও পরবর্তী প্রতিহাররাজ মিহিরভোজের কাছে পরাস্ত হন।

খ্রীঃ নবম শতাব্দীর ইতিহাসের উপদান এখনও অপ্রতুল। অতএব সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে ওপরে বর্ণিত ঘটনা ও ঘটনাপরম্পরার যথার্থতা বিচার করা কঠিন। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আয়ুধ বংশের পতনের পর ও শেষ পর্যন্ত খ্রীঃ নবম শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিহারদের কনৌজ জয়ের ফলে যশোবর্মনের মৃত্যুর পর থেকে সেখানে দীর্ঘদিনের বিশঙ্খল অবস্হার অবসান হয়।